হায়া থেকে লজ্জা আসে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু' আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যা চাও তাই করতে পারো যদি তোমার লজ্জা না থাকে!" লজ্জাবোধ করা হায়া থেকে আসে এবং হায়া ইসলাম থেকে আসে। নির্লজ্জ মানুষের হায়া নেই। নির্লজ্জ আমরা তাদের বলছি যারা খারাপ কিছু করার পর লজ্জাবোধ করে না। তাদের ঈমান দুর্বল।

স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে, মানুষের সাথে কথা বলতে বা কাজে আসা-যাওয়া করতে কোন সমস্যা নেই। সবকিছু নিয়ে লজ্জিত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু জিনিস, খারাপ কাজ করা হলে, স্বাভাবিক মানুষেরা, মুসলিমেরা এবং যারা আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) ভয় করে তারা লজ্জিত হয়। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারা কিভাবে এমন একটি কাজ করতে পারলো ভেবে লজ্জিত হয়। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র সামনে লজ্জা পায় না, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, নাবী (সাঃ) ভয় করে না এবং যারা মানুষকে লজ্জা করে না তারা সবই করতে পারে।

লজ্জা একটি ভালো গুণ যা একজন মুসলিমের জন্য উপকারী। যারা মুসলিম নয় তাদের ভেতরে এটি দেখা যায় না। এটা তাদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। তারা বলে তাদের স্বাধীনতা আছে তাই তারা যা খুশী তাই করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের স্বাধীনতা অন্যের স্বার্থ স্পর্শ করে তখন তারা শাস্তি পায়। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়।

মুসলিমদের জন্য একটি ভালো পন্থা হচ্ছে নিজেদেরকে নিজে শাস্তি দেয়া। কারও অনিষ্ট কোরোনা যেন তুমি লজ্জা থেকে মুক্ত থাকতে পারো। যারা পৃথিবীতে মানুষের সামনে লজ্জা পায় না তারা আখিরাতে রাব্বুল আলামীনের সামনে লজ্জায় বিগলিত হবে যখন তাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে।

তাই আল্লাহ যেন আমাদের লজ্জা সরিয়ে না নেন। কারণ বলা হয়ে থাকে, "আল-হায়া মিন আল-ঈমান।" হায়া এবং লজ্জা ঈমান থেকে আসে। আমরা খারাপ কাজ করব না এবং লজ্জাজনক অবস্থায় পতিত হব না ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/১৪ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।